উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২২-২০২৩

উপজেলা পরিষদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উপদেষ্টা

জনাব ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ
জাতীয় সংসদ সদস্য
৭৮, কুষ্টিয়া-৪।

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান খান
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

জনাব মোঃ সাইদুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

জনাব মেরিনা আক্তার মিনা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

সম্পাদনায়

জনাব বিতান কুমার মন্ডল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

কারিগরী সহযোগিতায়

জনাব বিপ্লব কুমার সাহা
উপজেলা ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প
উপজেলা পরিষদ,কুমারখালী,কুষ্টিয়া

কম্পিউটার কম্পোজ

রাজু আহমেদ
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা পরিষদ, কুমারখালী।

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, কুমারখালী,কুষ্টিয়া।

প্রকাশকাল

মে, ২০২২

মোঃ আব্দুল মান্নান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

বাণী

সীমিত সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক উপযোগিতা নিশ্চিতকরণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে উন্নয়নের শীর্ষে পৌছানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা (স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী); এ কথা আজ পরীক্ষিত সত্য। এ প্রক্রিয়াটি তৃণমূল জনগণের অংশগ্রহণে সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়- এ চিন্তা থেকেই বিকেন্দ্রীকরণ ধারণার জন্ম। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করে স্বৈতপ্রভাব মুক্ত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের চূড়ান্ত প্রাপ্তি লাভ হয়।

যে কোন দেশের উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অপরিহার্য এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা উন্নয়নের পূর্বশর্ত । উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদের বিভিন্নমুখী প্রবাহ একটি নিদিষ্ট কেন্দ্রে সমন্বয় করে তা চাহিদা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিভাজন করা একান্ত জরুরী। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ ও বিভাগসমূহের প্রাপ্ত বরাদ্দগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কার্যক্রমের যেমন দ্বৈততা রোধ করা যায়, তেমনি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল ৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি উপজেলা পরিষদ উহার এখতিয়ারভূক্ত যে কোন তহবিল প্রাপ্তির সহিত সংগতিরেখে বার্ষিক পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

সামগ্রিক বিষয়গুলির আলোকে উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশিকা অনুসরণ করে উপজেলা সুশাসন প্রকল্পের সহযোগিতায় ধর্ম-সম্প্রদায় ও পেশাজীবী মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গৌরবময় সুদৃঢ় ঐতিহ্যেসমৃদ্ধ কুমারখালী উপজেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা-২০২২--২০২৩ প্রণয়নের এ উদ্যোগ। কুমারখালী উপজেলা উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যাঁদের শ্রম, মেধা ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়সহ সকল দপ্তর ও বিভাগকে, যাঁদের নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত, পরিসংখ্যানে স্থান পেয়েছে । সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহনে এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

কুমারখালীর সার্বিক উন্নয়ন ও সুশাসন শুধু বর্তমানের জন্য নয়, আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানদের ভবিষ্যৎ এর সাথে জড়িত। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার "রূপকল্প-২০৪১" বাস্তবায়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরহীন কুমারখালী গড়া অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ এর মধ্যেই নিহিত আছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের সকল শহীদ ও গণহত্যার শিকার হাজারো মানুষের মহান আত্মত্যাগের সার্থকতা।

(মোঃ আব্দুল মান্নান খান)

মোঃ সাইদুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

বাণী

কুমারখালী উপজেলা কুষ্টিয়া জেলার কেন্দ্রস্থলে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ভৌগলিক পরিসরে অবস্থিত। কৃষিতে সমৃদ্ধ জনগণের এই উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ কাজ করে চলেছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি উন্নয়নমুখী উপজেলা গঠনে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য। উপজেলা পরিষদের পৃষ্টপোষকতায় কুমারখালী উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২৩) প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

এই পরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কুমারখালী উপজেলা পরিষদ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিলক্ষিত হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)

বিতান কুমার মন্ডল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া

বাণী

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে। এই আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ৯ টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণ কার্যকর হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলার আর্থ -সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল করতে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে কুমারখালী উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুমারখালী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, সরকারি-বেসরকারি খাতের অর্থপ্রবাহ, স্থানীয় চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে কুমারখালী উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্বাচিত সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনার সুষমবাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করি। জন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করছি তাতে আমি আশা করতে পারি অচিরেই কুমারখালী একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), প্রকল্প নির্বাচন কমিটিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ ও পরিষদে ন্যস্ত সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের ও প্রশাসনের সকল কর্মচারী যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(বিতান কুমার মন্ডল)

উপজেলা পরিচিতি

১.২ উপজেলার পটভূমি

১৯৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর 'স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ' জারি করা হয়। অধ্যাদেশের আওতায় প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তন হয়। অতঃপর সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর মাধ্যমে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপ দেয়া হয় এবং থানা প্রশাসনকে উপজেলা প্রশাসন নামে অভিহিত করা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য, অফিসিয়াল সদস্য এবং মনোনীত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অফিসিয়াল সদস্য ছাড়া অন্যান্য সদস্য গণের ভোটাধিকার ছিল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনসহ সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করতেন।

১৯৮২ সালে সরকারী রেজুলেশন অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কার্যাবলীকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এ রেজুলেশন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের দায়িত্ব দেয়া হয় কিন্তু সরকার সংরক্ষিত বিষয়াদি এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের হস্তান্তরিত উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। হস্তান্তরিত কাজ সমূহ ছিল সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সেচের ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, পল্লীপূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমবায় এবং সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী সম্প্রসারণ। সংরক্ষিত কাজের তালিকা অনুযায়ী সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার, রাজস্ব প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎশিল্প, খনন ও খনিজ উন্নয়ন ইত্যাদি দায়িত্বপালন করতেন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা উপজেলা পরিষদকে দেয়া হয়। দায়িত্ব পালনের জন্য উপজেলা পরিষদকে সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) থেকে প্রতি আর্থিক বছর অনুদান দেয়া হতো। উপজেলা পরিষদকে করারোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়। এর নিজস্ব আয়ের উৎস সমূহ ছিল, যেমন-জলমহাল,হাট-বাজার,ফেরিঘাট,ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর কর, প্রমোদকর, ইত্যাদি। এ পদ্ধতির আওতায় হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদে প্রেষণে ন্যস্ত করা হয় এবং বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত বিষয়াদির কর্মকর্তাদেরকে (মুন্সেফ এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া) প্রয়োজনবোধে উপজেলা পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হতো। এ ছাড়া ১৯৮৮ এর পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যপরিচালনায় সহযোগিতা, বাজেট ও কর ধার্য প্রস্তাব অনুমোদন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উপজেলা পরিষদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯১ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুর্নগঠন) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তি ঘটে। উপজেলা পরিষদ বিলুপ্তির পর বিগত ১৯৯৩ সালে সরকার নির্বাহী আদেশে প্রতিটি থানায় থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করে। এ কমিটি সংশ্লিষ্ট থানার অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত হয়। নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গণের মধ্য থেকে প্রতি মাসে একজন থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যকে কমিটির উপদেষ্টা করা হয়। কমিটির মূল কার্যপরিধির মধ্যে ছিল:(ক) উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প বাছাই, পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন; (খ) ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপদেশ/পরামর্শদেয়া(গ) আন্তঃইউনিয়ন ও আন্ত খাত সমস্যা নিরসন(ঘ) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নিকট প্রেরণ ইত্যাদি।

উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাকে পূনঃপ্রবর্তন করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করা হয়। কিন্তু উপজেলা পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ বাতিল পূর্বক স্থানীয় সরকার(উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারি করে। ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে বর্তমান মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে সমগ্র দেশব্যাপী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। তবে জাতীয় সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্থানীয় সরকার(উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত ও অনুমোদিত না হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায় । পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ (রহিত অধ্যাদেশ,পূনঃ প্রচলন ও সংশোধনী) আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) পুনঃ প্রচলন করা হয়। বর্তমানে এ আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনে নিম্নবর্ণিত ১০ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৭ টি দপ্তর উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে ।

(১) যুব ও ক্রীড়া (২) সংস্থাপন (৩) মৎস্য (৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (৫) মহিলা ও শিশু বিষয়ক (৬) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ (৭) উপজেলা প্রকৌশলী অফিস (৮) কৃষি (৯) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ (১০) সমাজ কল্যাণ (১১) মাধ্যমিক শিক্ষা (১২) আনসার ভিডিপি (১৩) পল্লী উন্নয়ন (১৪) সমবায় (১৫) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল (১৬) উপজেলা প্রাণী সম্পদ (১৭) পরিবেশ ও বন বিভাগ

১.৩ কুমারখালী উপজেলার ইতিহাস :

কুমারখালী কুষ্টিয়া অঞ্চলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জনপদ। পদ্মগর্ভ থেকে এই অঞ্চলের উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা প্রচলিত আছে। কুমারখালীর বিস্তীর্ণ এলাকা এক সময় নদীগর্ভে ছিল তার প্রমাণ মেলে চড়াইকোল যুক্ত গ্রাম নাম এবং কোল ও বিলের আধিক্য থেকে কথিত আছে, নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কমর কুলি খাঁ-কে এই অঞ্চলের কালেক্টর নিযুক্ত করেন। তাঁর নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম হয় কুমারখালী, যার অপভ্রষ্ট-রুপ বর্তমান কুমারখালী। কুমার নদীর খাল থেকে কুমারখালী নামের উৎপত্তি এই ধারণাও কেউ কেউ পোষণ করেন। প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের কারণে কুমারখালীর অবস্থান ও মর্যাদা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। থানা থেকে মহকুমায় উন্নীত হয়ে কুমারখালীকে আবারও থানায় পরিণিত হতে হয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে কুমারখালী অঞ্চল ফরিদপুর ও যশোরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।পরবর্তী কালে থানা কিংবা মহকুমা হিসাবে কুমারখালী যথাক্রমে রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া সবশেষে কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৭ সালে পাবনা জেলার অধীনে কুমারখালী, খোকসা, পাংশা ও বালিয়াকান্দি থানা নিয়ে কুমারখালী মহকুমার জন্ম। কিন্তু ১৮৭১ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার সামিল হয়ে কুমারখালী মহকুমার মর্যাদা হারিয়ে পুনরায় থানায় পরিণিত হয়। কুমারখালী থানার সদর দফতর ছিল পার্শ্ববর্তী ভালুকা গ্রামে। কুমারখালী এক সময় নাটোর- রাজ্যেও অধীনে ছিল পরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। কুমারখালী অঞ্চলে রাণী ভবানী ও তাঁর উত্তর পুরুষদের নির্মিত মঠ-মন্দির এবং জনহিতকর কর্মের কিছু নিদর্শন এখনো আছে।

১.৪ উপজেলা ভৌগোলিক পরিচিতি ঃ

১১ টি ইউনিয়ন নিয়ে কুমারখালী উপজেলা গঠিত। ভৌগোলিক ভাবে ২৩.৫৯´ ৩´´ উত্তর থেকে ২৩.৪৩´ ৬´´ উত্তর অক্ষাংশে ৮৯.৮´ ৩৮´´ পশ্চিম থেকে ৮৯.১৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে কুমারখালী উপজেলার অবস্থান।

উপজেলাটির আয়তন ২৮৬.৭৭ বর্গকিলোমিটার। উপজেলার উত্তরে পাবনা সদর উপজেলা, দক্ষিণে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলা, পূর্বে খোকসা উপজেলা এবং পশ্চিমে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা। সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৩,২৮,৪৫৭ জন যেখানে পুরুষের সংখ্যা ১,৬৩,৪৬১ জন ও মহিলার সংখ্যা- ১,৬৪,৯৯৬ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা- ১,১১,৮২২ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা- ১,১১,৬৫০ জন। এই উপজেলাটির মধ্য দিয়ে প্রমত্তা পদ্মা নদী প্রবাহিত হয়েছে, যা কুমারখালী উপজেলার অংশে প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর শাখা নদী গড়াই কুষ্টিয়া সদর উপজেলার তালবাড়ীয়া হতে শুরু হয়ে কুষ্টিয়া শহরের পাশ দিয়ে কুমারখালী পৌরসভার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপ-সাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরে গড়াই নদীর সম্মুখ হতে কুমারখালী উপজেলার সীমানা পর্যন্ত নদীটির প্রায় ৪০ কিঃমিঃ পুনঃখনন ও সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ শেষ হয়েছে।

১.৬ মুক্তিযুদ্ধে কুমারখালী ঃ

বাংলাদেশের এমন কোন জনপথ নেই, যেখানে ১৯৭১ সালে হানাদার পাকবাহিনী নির্বিচারে বাঙ্গালীদের হত্যা লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন এ সবই ছিল দখলদার পাকবাহিনীর ৯ মাসের নৈমিত্তিক কাজ। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের স্ব স্ব ক্ষেত্রের অবদান মুক্তিযুদ্ধকে করেছে মহিমান্বিত। মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ বীরত্বগাথা। মহান মুক্তিযুদ্ধে কুমারখালী উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। অগণিত সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কুমারখালীতে এপ্রিল মাসে পাক বিমান বাহিনী বোমা বর্ষণ করে এবং এতে অনেক লোক হতাহত হন। কুষ্টিয়া প্রতিরোধ যুদ্ধে স্বাধীনতা পাগল কিশোর/যুবকগণ কুমারখালী থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং এ প্রতিরোধ যুদ্ধে বীর বাঙ্গালী জয়লাভ করে। এ উপজেলার পান্টী ইউনিয়নের অর্ন্তগত ডাঁসা নামক স্থানে গণকবর আছে। উক্ত এলাকার আশে পাশে মুক্তিকামী বীরমুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস, পিস কমিটির সদস্যদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে। কুমারখালী সদরের পাশে বাটিকামারা নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে স্বাধীনতা বিরোধীদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরা নয় মাসে কুমারখালী উপজেলার গ্রামে-গঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে স্বাধীনতা বিরোধীদের অবিরাম সংর্ঘষ হয়। কুমারখালী উপজেলা পরিষদ চত্বরেও একটি গণকবর আছে যা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশেষে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কুমারখালী উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়।

১.৭ ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কুষ্টিয়া এর হৃদপিন্ড কুমারখালী উপজেলা। সাংস্কৃতির দিক থেকে কুমারখালীর রয়েছে গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। বিশেষ করে লালন সংস্কৃতির এক বিশাল ভান্ডার হচ্ছে কুমারখালী উপজেলা। এ উপজেলার আঞ্চলিক মেয়েলি গীত, লোককাহিনী, পালাগান ও আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতি সমগ্রবাংলা সাহিত্যে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে। এ জনপদকে ধন্য করেছে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাউল সম্রাট লালন শাহ, গগণ হরকরা, বিষাদ সিন্ধু খ্যাত মীর মশাররফ হোসেন, গ্রাম-বাংলার সাংবাদিকতার অগ্রদূত কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, সুসাহিত্যিক জলধর সেন, বৃটিশ-ভারতের স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ-সমরে প্রথম শহীদান বিপ্লবী বাঘা যতীন, সাহিত্যিক আকবর হোসেন প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ।

১.৮ দর্শনীয় স্থান ঃ

এ উপজেলায় উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হলো শিলাইদহে অবস্থিত বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি, ছেউড়িয়ায় বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার, গ্রাম-বাংলার সাংবাদিকতার অগ্রদূত কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের এম এন প্রেস। সম্প্রতি সরকারী অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে কাঙ্গাল হরিনাথ মিউজিয়াম। এখানে রয়েছে ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমারখালী এম এন হাইস্কুল। কুমারখালী পৌরসভা কোলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিরও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। গড়াই নদীর উপরে ব্রিটিশদের নির্মিত রেলসেতু টি আজও পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ঃ

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (২০০৯ এবং ২০১১ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্ররিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এই বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কুমারখালী উপজেলা পরিষদ নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করেছে।

প্রথমত : উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা খসড়া তৈরির জন্য উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বিষয়ে একটি কর্মশালার মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তরের কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতঃপর উপজেলা কমিটিসমূহ জনগণের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা প্রস্তাব তৈরি করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটিকে প্রদান করেছে।

চতুর্থত : বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি প্রস্তাবিত খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করে উপজেলা পরিষদের খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরি করেছে।

পঞ্চমত : কুমারখালী উপজেলা পরিষদ খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেটের অনুলিপি উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে জনসাধারণের অবগতি, মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য প্রকাশ করা হয়।

ষষ্ঠত : কুমারখালী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর মন্তব্য ও পরামর্শের গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদের একটি বিশেষ সভা আহবান করা হয়। উক্ত বিশেষ সভায় উপজেলার হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত অন্যান্য বিভাগসমূহ এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিসহ উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনসাধারণ অংশগ্রহণ করে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর বাস্তবসম্মত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে।

সপ্তমত : মতামত ও পরামর্শের আলোকে খসড়া বাজেটটি সমন্বয় করে ৫ম উপজেলা পরিষদের ৩৯ তম মাসিক সভায় অনুমোদিত হয়।

কুমারখালী উপজেলার মানচিত্র :

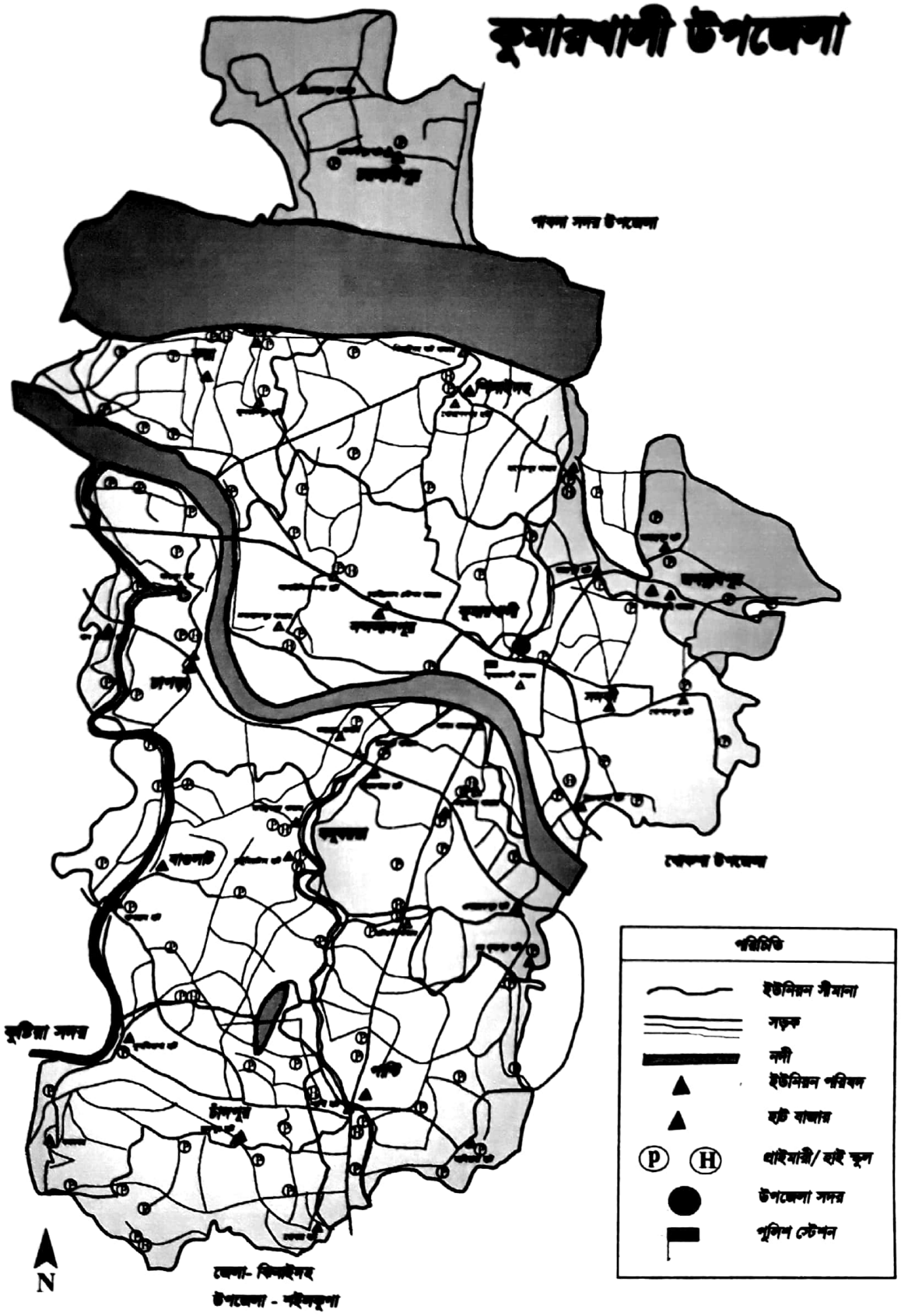

ফরম্যাট ১ : উপজেলার জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থসামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর/২০২২ জনশুমারি
উপজেলার রূপ রেখা		
আয়তন	২৮৭ বর্গ কি:মি:	জনশুমারি, ২০২২
জনসংখ্যা	৩,৭৩,৭৪৮ জন	জনশুমারি, ২০২২
খানা/পরিবার	৯৮,৩৫৮ টি	জনশুমারি, ২০২২
প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার সংখ্যা	৪৮৬০ জন	জনশুমারি, ২০২২
ভোটার সংখ্যা	২,৭২,৮৮৩ জন	উপজেলা নির্বাচন অফিস, ২০২২
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১,৩২০ প্রায়	জনশুমারি, ২০২২
পৌরসভার সংখ্যা	০১ টি	উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়নের সংখ্যা	১১ টি	উপজেলা পরিষদ
গ্রামের সংখ্যা	২০১ টি	উপজেলা পরিষদ
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো		
হাট-বাজার	২৮ টি	উপজেলা পরিষদ
গ্রোথ সেন্টার	০৮ টি	স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর কুমারখালী
হাসপাতাল	০১ টি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুমারখালী
স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক	উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০৮ টি কমিউনিটি ক্লি : ৪৭ টি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুমারখালী
ব্যাংকের শাখা	১৭ টি	উপজেলা পরিষদ
ডাকঘর	১০ টি	উপজেলা পরিষদ
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭ টি	উপজেলা শিক্ষা অফিস
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫২ টি	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস
বিশ্ব-বিদ্যালয়/কলেজ	১৩ টি	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস
মসজিদ	৪৪১ টি	জনশুমারি, ২০২২
মন্দির	৬২ টি	জনশুমারি, ২০২২
কবরস্থান	১০৯ টি	জনশুমারি, ২০২২
নৌকার ঘাট	০৩ টি	জনশুমারি, ২০২২
পোষ্ট অফিস	১৪ টি	জনশুমারি, ২০২২
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০১ টি	জনশুমারি, ২০২২
গণ শৌচাগার	০৫ টি	জনশুমারি, ২০২২
পাঠাগার	০১ টি	জনশুমারি, ২০২২
পার্ক/উন্মুক্ত স্থান	০৩ টি	জনশুমারি, ২০২২
পুকুরের সংখ্যা	৩৮৭ টি	জনশুমারি, ২০২২
নদীর সংখ্যা	০৫ টি	জনশুমারি, ২০২২

এসডিজির গুরুত্ব সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ	জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)	উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)	২০৩০ সালের লক্ষ্য মাত্রা
১.২.১ জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বাসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার(%) (এসডিজি-১,টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক ২০১৬)		৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%)(এসডিজি-১,টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS ২০১৫)		৫%
৩.১.১ মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য (এসডিজি-৩ টার্গেট ৩.১)	১৮১(SVRS ২০১৫)		৭০
৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারী হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি-৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (২০১৫)		১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি-৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)		৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি-৬,টার্গেট ৬.১)	৪২.৬% (MICS, ২০১৯)		১০০%
৭.১.১ বিদ্যু?সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি-৭,টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)		১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি-৮,টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)		৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	2G-৯৯% 3G-৭১%		2G+3G-১০০%
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার	-		
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারীর পরিবার (%)			

ফরমেট-০৩ : বিভিন্ন উৎস্য থেকে উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিত্রায়ণ)

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট উপকারভোগী ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলার নাম)	মেয়াদ/বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প (সকল জাতীয় খাতের উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী)				
শিক্ষার উন্নয়ন	উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণ	উপজেলার যে সমস্ত বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু হয়নি। সেকল বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণের ফলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীরা বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার সহজেই সঙ্গে রাখতে পারবে। এতে ছাত্র/ছাত্রীরা লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগী হবে।	কুমারখালী	৪,০০,০০০.০০
যোগাযোগ	চড়াইকোল ষ্টেশন রোডে পিভিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	নন্দলালপুর ইউনিয়নের চড়াইকোল ষ্টেশন রোডে পিভিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করার ফলে মাঠে উৎপাদিত ফসল কৃষকেরা অতি সহজেই পরিবহন করতে পারবে।	কুমারখালী	৩,৫০,০০০.০০
শিক্ষার উন্নয়ন	সদকী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সাইকেল গ্যারেজ	সদকী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ করার ফলে ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যবহারকৃত বাইসাইকেল নিরাপদ ভাবে রাখতে পারবে। এতে ছাত্র/ছাত্রীরা উপকৃত হবে।	কুমারখালী	২,৫০,০০০.০০
যোগাযোগ	মহেন্দ্রপুর বেড়িবাঁধ হতে হেলাল খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করন	জগন্নাথপুর ইউনিয়নে মহেন্দ্রপুর বেড়িবাঁধ হতে হেলাল খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করন করার ফলে অত্র এলাকার জনসাধারণ অতি সহজেই অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করতে পরবে। এতে গ্রামীণ পরিবেশ উন্নত হবে।	কুমারখালী	৭,২০,০০০.০০
শিক্ষার উন্নয়ন	ডাঁসা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ	পান্টি ইউনিয়নের ডাঁসা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ করার ফলে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্দ করা যাবে। এতে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা মানসিক ভাবে নিরাপদ বোধ করায় শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।	পান্টি	৫,৭০,০০০.০০
শিক্ষার উন্নয়ন	চৌরঙ্গী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ	চৌরঙ্গী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ করার ফলে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের ব্যবহারকৃত বাইসাইকেল সহজেই নিরাপদ ভাবে রাখতে পারবে। এতে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠ হবে।	যদুবয়রা	৩,৮০,০০০.০০
জাতীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের উন্নয়ন প্রকল্প				
যোগাযোগ	জোতমোড়া আজিজুল হকের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	যদুবয়রা ইউপির জোতমোড়া পশ্চিম পাড়ায় বসবাসরত জনসাধারনের উৎপাদিত ফসল বর্ষা মৌসুমে সহজেই পরিবহন করতে পারবে। এতে দরিদ্র কৃষক উপকৃত হবে।	কুমারখালী	৫,০০,০০০.০০
যোগাযোগ	হিজলাকর মূলগ্রাম কিবরিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	সদকী ইউপির হিজলাকর মৌজায় অবস্থিত মূলগ্রাম পাড়ায় বসবাসরত জনসাধারনের উৎপাদিত ফসল বর্ষা মৌসুমে সহজেই পরিবহন করতে পারবে এতে দরিদ্র কৃষক উপকৃত হবে এবং কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য উপকৃত হবে।	কুমারখালী	৬,০০,০০০.০০
আর্থ সামাজিক	বিভিন্ন ইউনিয়নে দুস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	উপজেলার অসহায় দরিদ্র/দুস্থ্য মহিলাদের মাঝে শেলাই মেশিন সরবরাহ করার ফলে উক্ত মহিলারা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হবে। এতে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।	কুমারখালী উপজেলা	২,০০,০০০.০০
আর্থ সামাজিক	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সোলার লাইট স্থাপন	উপজেলার পল্লী অঞ্চলে ঝুকিপূর্ণ সোলার লাইট স্থাপন করার ফলে দুর্ঘটনা রোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে। তাছাড়া সারারাত আলো বিদ্যমান থাকায় পল্লী এলাকায় চুরির উপদ্রব হ্রাস পাবে।	কুমারখালী উপজেলা	২,০০,০০০.০০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন/পৌরসভা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প				
জনস্বাস্থ্য	চাপড়া ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপন	চাপড়া ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপনের ফলে অত্র এলাকার জনসারণের সুপিয় পানির ব্যবস্থা হবে। এতে এলাকায় সুপিয় পানির ব্যবস্থা অনেকাংশে লাঘব হবে।	চাপড়া ইউনিয়ন	২,০০,০০০.০০
জনস্বাস্থ্য	বাগুলাট ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপন	বাগুলাট ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপনের ফলে অত্র এলাকার জনসারণের সুপিয় পানির ব্যবস্থা হবে। এতে এলাকায় সুপিয় পানির ব্যবস্থা অনেকাংশে লাঘব হবে।	বাগুলাট ইউনিয়ন	২,০০,০০০.০০

যোগাযোগ	দক্ষিণ ভবানিপুর বড় ভাই মোড় হতে জাহিদ মল্লিকের বাড়ি পর্যন্ত সলিং করন	যদুবয়রা ইউনিয়নে দক্ষিণ ভবানিপুর বড় ভাই মোড় হতে জাহিদ মল্লিকের বাড়ি পর্যন্ত সলিং করন রাস্তাটি নির্মাণের ফলে দক্ষিণ ভবানিপুর বসবাসরত জনসাধারণ সহজেই যাতায়াত করতে পারবে। এতে এলাকার দৈন্দিন জীবণ যাপন সহজতর হতো।	যদুবয়রা ইউনিয়ন	২,০০,০০০.০০
যোগাযোগ	ভালুকা নইমের বাড়ি হতে ঋষি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন	পান্টি ইউপির ভালুকা নইমের বাড়ি হতে ঋষি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সিসি করার ফলে অত্র এলাকায় বসবাসরত জনসাধারনের উৎপাদিত ফসল বর্ষা মৌসুমে সহজেই পরিবহন করতে পারবে। এতে দরিদ্র কৃষক উপকৃত হবে এবং ছাত্র/ছাত্রীসহ অন্যান্য জনসাধারণ সহজেই যাতায়াত করতে পারবে।	পান্টি ইউনিয়ন	৩,৮০,০০০.০০
যোগাযোগ	কয়া হরি বাসর মন্দির হতে কয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কয়া ইউনিয়নে কয়া হরি বাসর মন্দির হতে কয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি উন্নয়ন করার ফলে উক্ত এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণ সহজেই যাতায়াত করতে পারবে। এতে এলাকার দৈনিন্দন জীবণ যাপন সহজতর হতো।	কয়া ইউনিয়ন	৪,৯০,৫০০.০০
আর্থ সামাজিক	উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশ্রামাগার নির্মাণ	উপজেলার জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশ্রামাগার নির্মাণ এর জন্য ভ্রমণরত জনসাধারণ বিশ্রাম গ্রহণের ফলে ক্লান্তি দুর হবে।	কুমারখালী উপজেলা	৪,০০,০০০.০০
যোগাযোগ	বড়ুরিয়া আলমের বাড়ি হতে সিরাজুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন	নন্দলালপুর ইউনিয়নের বড়ুরিয়া আলমের বাড়ি হতে সিরাজুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি সিসি দ্বারা উন্নয়ন করার ফলে এলাকায় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।	কুমারখালী উপজেলা	৬,৩০,০০০.০০
যোগাযোগ	পুরাতন চড়াইকোল আশরাফুলের দোকান হতে তালেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন	নন্দলালপুর ইউনিয়নের পুরাতন চড়াইকোল আশরাফুলের দোকান হতে তালেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন করার ফলে উক্ত এলাকার জনসাধারণের চলাচলে সহজ হবে। ফলে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে।	নন্দলালপুর ইউনিয়ন	৪,৭৫,০০০.০০
যোগাযোগ	উদয় নাতুরিয়া গহরের বাড়ি হতে নাসিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	বাগুলাট ইউনিয়নের উদয় নাতুরিয়া গহরের বাড়ি হতে নাসিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন করার ফলে এলাকায় বসবাসরত জনসাধারনের চলাচলে ক্ষেত্রে উপকৃত হবে।	বাগুলাট ইউনিয়ন	৫,৮৬,০০০.০০
যোগাযোগ	নিয়ামত বাড়ি উত্তর পাড়া জামে মসজিদ হতে সেলিম মোল্লার বাড়ি ভায়া কর্ণেল সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চাঁদপুর ইউনিয়নের নিয়ামত বাড়ি উত্তর পাড়া জামে মসজিদ হতে সেলিম মোল্লার বাড়ি ভায়া কর্ণেল সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন করার ফলে ক্ষুদ্র/ মাঝারি ধরনের পরিবহন যাতায়াত করতে পারবে। এতে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হবে।	চাঁদপুর ইউনিয়ন	৭,৯৬,০০০.০০
NGO ও CSO এর প্রকল্প				
যোগাযোগ	উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পথনির্দেশক স্থাপন	কুমারখালী উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা সহজেই পরিচিতির লক্ষে পর্যটকদের জন্য পথনির্দেশক স্থাপন করার ফলে এই উপজেলাই আগত পর্যটক উপকৃত হবে।	কুমারখালী উপজেলা	৩,০০,০০০.০০
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আধুনিক বেড সরবরাহ	কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীর পরিমাণ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি হওয়ায় বেড সরবরাহ করার ফলে ভর্তিকৃত রোগী মানসম্মত সেবা পাবে। এতে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	কুমারখালী উপজেলা	৩,৫০,০০০.০০
সমাজকল্যাণ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ	উপজেলা অবহেলিত দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ করার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চলাচল করতে পারবে। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি পাবে।	কুমারখালী উপজেলা	৩,৫০,০০০.০০
শিল্প/বাণিজ্য উদ্যোক্তা				
মহিলা	বেকার যুব মহিলাদের বল্ক-বাটি প্রশিক্ষণ প্রদান	উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুব মহিলাদের বল্ক-বাটি প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে উক্ত মহিলাগণ আর্থনৈতিক ভাবে স্বালম্বী হবে। এতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।	কুমারখালী উপজেলা	২,০০,০০০.০০
মহিলা	বেকার যুব মহিলাদের স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুব মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে উক্ত মহিলাগণ সম্মিলিত ভাবে কুঠির শিল্প স্থাপনের ফলে উক্ত বেকার যুব মহিলাগণ অর্থনৈতিক ভাবে স্বালম্বী হবে এবং বেকারত্ব মোচন হবে।	কুমারখালী উপজেলা	২,০০,০০০.০০

পরিশিষ্ট-এ (ছক-০২) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট প্রাক্কলন বিবরণ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০২০-২০২১	চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য বাজেট ২০২২-২০২৩
অংশ-এ	**রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি**			
	রাজস্ব অনুদান	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	মোট প্রাপ্তি	২,২১,৩৪,৮০২.৩৫	২,০৫,৩৫,২০৮.৭১	২,৩৯,৭৫,২০৪.৭১
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৫৪,৪০,০৩৮.০০	৪৯,০৫,৮৪৮.০০	৬২,৮৫,৯৫০.০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	১,৬৬,৯১,২৬৪.৩৫	১,৫৬,২৯,৩৬০.৭১	১,৭৬,৮৯,২৫৪.৭১
অংশ-এ	**উন্নয়ন হিসাব**			
	উন্নয়ন অনুদান	৯৩,৪০,০০০.০০	৯৭,৩২,০০০.০০	১,১০,০০,০০০.০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	৪,৫০,০০০.০০	৪,২৯,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
	ইউজেডডিপি অনুদান	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
	গত বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত	১,৫৫,০০,০০০.০০	১,৬৩,৮৯,৫৯৯.০০	১,৫৪,০০,০০০.০০
	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ বাসা বাড়ি মেরামত	৪০,০০,০০০.০০	১৯,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
	মোট (খ)	৩,৪২,৯০,০০০.০০	৩,৩৩,৬১,০০০.০০	৩,৭৪,০০,০০০.০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৫,০৯,৮১,২৬৪.৩৫	৪,৮৯,৯০,৩৬০.৭১	৫,৫০,৮৯,২৫৪.৭১
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৩,৪২,৬৬,০০০.০০	৩,৩৩,৬১,০০০.০০	৩,৭৪,০০,০০০.০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১,৬৭,১৫,২৬৪.৩৫	১,৫৬,২৯,৩৬০.৭১	১,৭৬,৮৯,২৫৪.৭১
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ লা জুলাই)	১,৬৩,৮৯,৫৯৯.০০	১,৫৪,০০,০০০.০০	১,৭৪,০০,০০০.০০
	সমাপ্তি জের	৩,০১,৬৮৫.৩৫	২,২৯,৩৬০.৭১	২,৮৯,২৫৪.৭১

ফরম্যাট ১০ : বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ

অর্থ বছর : ২০২২-২০২৩

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়ন কারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ	রেফারেন্স পঞ্চবার্ষিক/পরিকল্পনা
০১	শিক্ষার উন্নয়ন	উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণ	উপজেলার যে সমস্ত বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু হয়নি। সেকল বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণের ফলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীরা বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার সহজেই সঙ্গে রাখতে পারবে। এতে ছাত্র/ছাত্রীরা লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগী হবে।	দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রী	শিক্ষা	কুমারখালী	৪/০১/২৩	৩০/০৩/২৩	উপজেলা পরিষদ	৪,০০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
০২	যোগাযোগ	চড়াইকোল ষ্টেশন রোডে পিভিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	নন্দলালপুর ইউনিয়নের চড়াইকোল ষ্টেশন রোডে পিভিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করার ফলে মাঠে উৎপাদিত ফসল কৃষকেরা অতি সহজেই পরিবহন করতে পারবে।	এলাকার সকল নারী/পুরুষ/তৃতীয় লিঙ্গ/শিশু /প্রতিবন্ধী	যোগাযোগ	নন্দলালপুর	০৪/০১/২৩	২৫/০৫/২৩	উপজেলা পরিষদ	৩,৫০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
০৩	সামাজিক	বিভিন্ন ইউনিয়নে দুস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	উপজেলার অসহায় দরিদ্র/দুস্থ্য মহিলাদের মাঝে শেলাই মেশিন সরবরাহ করার ফলে উক্ত মহিলারা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হবে। এতে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।	শিক্ষিত বেকার দরিদ্র নারী	আর্থ-সামাজিক	কুমারখালী	৪/০১/২৩	২৮/০২/২৩	উপজেলা পরিষদ	২,০০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	
০৪	সামাজিক	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সোলার লাইট স্থাপন	উপজেলার পল্লী অঞ্চলে ঝুকিপূর্ণ সোলার লাইট স্থাপন করার ফলে দুর্ঘটনা রোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে। তাছাড়া সারারাত আলো বিদ্যমান থাকায় পল্লী এলাকায় চুরির উপদ্রব হ্রাস পাবে।	এলাকার সকল নারী/পুরুষ/তৃতীয় লিঙ্গ/শিশু /প্রতিবন্ধী	আর্থ-সামাজিক	কুমারখালী	৪/০১/২৩	২৫/০২/২৩	উপজেলা পরিষদ	২,০০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	
০৫	জনস্বাস্থ্য	চাপড়া ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপন	চাপড়া ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপনের ফলে অত্র এলাকার জনসারণের সুপিয় পানির ব্যবস্থা হবে। এতে এলাকায় সুপিয় পানির ব্যবস্থা অনেকাংশে লাঘব হবে।	এলাকার দরিদ্র নারী/পুরুষ/তৃতীয় লিঙ্গ/শিশু /প্রতিবন্ধী	জনস্বাস্থ্য	কুমারখালী	৪/০১/২৩	০৫/০৩/২৩	উপজেলা পরিষদ	২,০০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	
০৬	সমাজ কল্যাণ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ	উপজেলা অবহেলিত দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ করার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চলাচল করতে পারবে। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি পাবে।	এলাকার দরিদ্র শারিরিক প্রতিবন্ধী শিশু	সমাজ কল্যাণ	কুমারখালী	৪/০১/২৩	২০/০২/২৩	উপজেলা পরিষদ	৩,৫০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	
০৭	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আধুনিক বেড সরবরাহ	কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীর পরিমাণ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি হওয়ায় বেড সরবরাহ করার ফলে ভর্তিকৃত রোগী মানসম্মত সেবা পাবে। এতে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত সেবা গ্রহিতা	স্বাস্থ্য	কুমারখালী	৪/০১/২৩	২২/০৪/২৩	উপজেলা পরিষদ	৩,৫০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	
০৮	যুব মহিলা	বেকার যুব মহিলাদের বস্ত্র-বাটি প্রশিক্ষণ প্রদান	উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুব মহিলাদের বস্ত্র-বাটি প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে উক্ত মহিলাগণ আর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হবে। এতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।	এলাকার শিক্ষিত বেকার যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ	মহিলা ও শিশু	কুমারখালী	৪/০১/২৩	২৭/০৫/২৩	উপজেলা পরিষদ	৩,৫০,০০০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	এলজি ইডি	

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কুমারখালী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প

ইউপি	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	বাস্তবায়নের ধরন	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান
পান্টি	পানি নিস্কাশনের জন্য পান্টি ইউনিয়নের খোর্দ্দভালুকা এস,কে জিকে খালে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	পিআইসি	২,০০,০০০/-
	উপজেলার প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ	পিআইসি	২,০০,০০০/-
	বস্তুগত অবকাঠামো		
যদুবয়রা	চৌরঙ্গী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ	পিআইসি	২,০০,০০০/-
চাঁদপুর	চাঁদপুর পশ্চিম পাড়া মেইন রাস্তা হতে মাসুদ মোল্লার বাড়ি মুখি রাস্তা সিসি করন ৮০০ ফিট	দপরপত্র	৬,৮২,৫০০/-
পান্টি	পান্টি দক্ষিণপাড়া অধিরের বাড়ি হতে ওয়াপদা অফিস পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন ৪৫০	দপরপত্র	৪,২৮,৫০০/-
যদুবয়রা	গোবিন্দপুর ইউসুপ প্রামানিক পাড়া জামে মসজিদ হতে ইউসুপ প্রামানিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন ৮৩০ ফিট	দপরপত্র	৩,৮৭,০০০/-
কয়া	কয়া হরি বাসর মন্দির হতে কয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন ৬০০ ফিট	দপরপত্র	২,৭৯,৭৬০/-
পান্টি	পান্টি দক্ষিণাংশ প্লান মন্টু মিয়ার বাড়ি হতে সাচ্চু বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন ৭০০ ফুট	দপরপত্র	৫,৯৭,১৮৮/-
চাপড়া	চাপড়া জিকে ব্রিজ হতে জোয়ার্দ্দার বাড়ি গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন ---৩৫০ ফিট	দপরপত্র	২,৯৮,৬০০/-
বাগুলাট	উদয় নাতুরিয়া গহরের বাড়ির পাকা রাস্তা হতে নাসির এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন ৫০০ ফিট	দপরপত্র	৪,২৬,৫০০/-
চাপড়া	সাঁওতা হাটপাড়া আহাতাপ সেখের বাড়ি হতে হাটপাড়া সাঁওতা গোরস্থানের রাস্তা নির্মাণ- ১৫০০ ফিট সিসি করন	দপরপত্র	১২,৯৭,৫০০/-
নন্দলালপুর	নন্দলালপুর ইউনিয়নের পুটিয়া আব্দুল মজিদের বাড়ির নিকট চড়াইকোল ষ্টেশন রোডে(৬ মিটার*০.৫০০) মিটার পিভিসি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	দপরপত্র	৫,৮৬,৫০০/-
চাঁদপুর	নিয়ামত বাড়ি উত্তরপাড়া জামে মসজিদ হতে সেলিম মোল্লার বাড়ি ভায়া কর্ণেল রহমত এর পর্যন্ত ১৫০০ ফিট এইচ বিবি করন	দপরপত্র	১২,৯৭,৫০০/-
শিলাইদহ	ছোট মাজগ্রাম আব্বাস প্রা: এর বাড়ি হতে মাষ্টার ব্রিক্ স পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন ১৪০০ ফিট	দপরপত্র	১১,৯৪,২০০/-
বাগুলাট	বাগুলাট আজিজ শাহর বাড়ি হতে গোরস্থান/ইদগাহ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন ৪০০ ফিট	দপরপত্র	১,৪১,৫০০/-
কয়া	সুলতানপুর মফির বাড়ি হতে লবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করন	পিআইসি	২,০০,০০০/-
শিলাইদহ	দ্বাড়িগ্রাম হাবিল বিশ্বাস এর বাড়ি হতে মাষ্টার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন ৯০০ ফিট	দপরপত্র	৮,৫৭,৭০০/-
শিলাইদহ	আড়ুয়াবাধা আমিরুলের বাড়ি হতে মোজাম খার বাড়ি মুখি রাস্তা সলিং করন-১৭০০ ফিট আড়ুয়াবাধা	দপরপত্র	৫,৯৫,০০০/-
সাদিপুর	গোবিন্দপুর সেকেনের বাড়ি হতে হবিবর মিস্ত্রির বাড়ি মুখি রাস্তা এইচবিবি করন-৭০০ ফিট	দপরপত্র	৫,৯৭,১০০/-
চাঁদপুর	জুংগলী নিকবার মন্ডলের বাড়ি হতে ফেলান মন্ডলের বাড়ি ভায়া মিনাজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন ৭০০ ফিট	দপরপত্র	২,৪৫,০০০/-
শিলাইদহ	কল্যাণপুর কাল পাড়া ওয়াশিম এর বাড়ি হতে জদ্দি প্রামানিক এর বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করন ১৪০০ ফিট	দপরপত্র	১১,৯৪,৫০০/-
নন্দলালপুর	পুঁটিয়া রাস্তায় আকরাম এবং সোহেলের বাড়ির মাঝামাঝি খালের উপর বক্সকাভার্ট নির্মাণ	পিআইসি	২,০০,০০০/-
	আর্থ সামাজিক অবকাঠামো		
সাদিপুর	জগন্নাথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন নলকুপ স্থাপন স্থানে	পিআইসি	২,০০,০০০/-
চাঁদপুর	জুংগলী জামে মসজিদ পাঠাগার উন্নয়ন	দপরপত্র	১,০০,৪৩১/-
চাঁদপুর	চাঁদপুর ইউপির নিয়ামতবাড়ি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ পাঠাগার উন্নয়ন আলী	দপরপত্র	১,০০,৪৩১/-
উপজেলা	উপজেলা বিভিন্ন প্রাথমিক/মাধ্যমিক) বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণ (তালিকা সংযুক্ত)	পিআইসি	২,০০,০০০/-
উপজেলা	উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে ক্রীকেট সামগ্রী সরবরাহ	পিআইসি	২,০০,০০০/-
পান্টি	উপজেলার বিভিন্ন স্থানে স্ট্রীট লাইট স্থাপন (তালিকা সংযুক্ত)	পিআইসি	২,০০,০০০/-
উপজেলা	উপজেলার গড়াই নদীর দক্ষিণের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরন (তালিকা সংযুক্ত)	পিআইসি	২,০০,০০০/-
উপজেলা	উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ইনোভেশন ও পর্যটকদের জন্য পথ নির্দেশক স্থাপন পার্ট-০১	পিআইসি	২,০০,০০০/-
উপজেলা	নারী উন্নয়ন ফোরাম	পিআইসি	১,৫০,০০০/-
উপজেলা	উপজেলার পর্যায়ের বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরন (তালিকা সংযুক্ত)	পিআইসি	২,০০,০০০/-
	আদারকি ব্যয়-	বিল ভাউচার	৯৫,০০০/-
	আনুষঙ্গিক ব্যয়-	বিল ভাউচার	৫৫,০০০/-
	এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত দশ টাকা মাত্র		১,৩৮,০৭,৪১০/-

বিতান কুমার মন্ডল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

মোঃ আব্দুল মান্নান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।